ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 130 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৮৬ ● কলকাতা ● ০৮ কার্ত্তিক, ১৪৩২ ● রবিবার ● ২৬ অক্টোবর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

কুণালের দাবি ফুৎকারে উড়িয়ে জানালেন কালী মূর্তি ভাঙার ঘটনায় ধৃত নারায়ণের বাবা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কালী মূর্তি ভাঙার ঘটনায় উত্তপ্ত বাংলা, উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি। কাকদ্বীপ বিধানসভার সূর্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার উত্তর চন্দনপুর গ্রামের ঘটনায় একের পর চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতার করেছে নারায়ণ হালদার নামের এক ব্যক্তিকে।বিরোধীদের তোপ, তৃণমূল নিজের লোককেই ফাঁসাচ্ছে বিশেষ এক সম্প্রদায়কে বাঁচানোর জন্য। এমনকি সংশ্লিষ্ট পুজো উদ্যোক্তারাও বলছেন নারায়ণ হালদার তৃণমূল করে। বিজেপিও পরিষ্কার করেছে নারায়ণ হালদার নামে কেউ বিজেপির যুব মোর্চার সাথে যুক্ত নন। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত নারায়ণ হালদার স্বীকার করেছেন মধ্যপ অবস্থায় তিনি ওই কাজ করেছেন। এদিকে বিজেপি বলছে, নিজের দলকে বাঁচাতে নিজেকেই 'বলি'

এরপর ৬ পাতায়

পর্ব 93

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

একদিকে আমরা আমাদের ভিতরের মানব শক্তিপুঞ্জকে জাগাই, আর ভিতরের জীবন্ত শক্তিকে জাগাই আর অন্যদিকে মৃত প্রাণীদের খেয়ে মৃত শক্তি গ্রহণ করি, তাহলে ভিতরের জীবন্ত শক্তি কি করে জাগতে পারে? কি করে আগে প্রগতি হতে পারে? হিংসক সাধকের আধ্যাত্মিক প্রগতি সম্ভবই নয়।

অহিংসা বড় ব্যাপক শব্দ। আমাদের দ্বারা জ্ঞানত-অজ্ঞানত কোন প্রাণীকে দুঃখ না পৌঁছে। এইভাবেই কটু কথা বলে বা কটু কথার দ্বারা কাউকে দুঃখ দেওয়া, চোখ রাঙ্গিয়ে অপমানিত করে কাউকে আহত করা, ব্যাঙ্গাত্মক কথা দিয়ে কাউকে ব্যথা দেওয়া- সব এক প্রকারের হিংসাই তো বটে।

ক্রমশঃ

কালীপুজোর বিসর্জনে আগ্নেয়াস্ত্র হামলা, কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বারাকপুর: কালীপুজোর বিসর্জন ঘিরে তুমুল উত্তেজনা পানিহাটিতে। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এলাকার যুবকদের উপর হামলার অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতের ঘটনায় বাঁশ, লাঠি এবং আগ্নেয়াস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম এলাকার ৪ যুবক। তাঁরা খড়দহের বলরাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।এনিয়ে আক্রান্ত যুবক অভীক সিং, কার্তিক সরকারদের অভিযোগ, "বিসর্জন দিয়ে ফেরার পথে বুবাই মল্লিকের দল আমাদের আটকায়। নানা কথা বলতে থাকে, তর্কাতর্কি শুরু হয়। বুবাইয়ের হাতে একটা মেশিন ছিল। সেটা দিয়ে মারধর করে আমাদের সবাইকে। ওর দলবলও আমাদের উপর হামলা চালায়। রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যায়।" অশান্তির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খড়দহ থানার পুলিশ। আক্রান্তদের চিকিৎসায় তদারকির পাশাপাশি তাঁদের প্রাথমিক বয়ান নেওয়া হয়েছে। তার ভিত্তিতে বুবাই মল্লিক, বান্টি, সাগর, কার্তিক – এই চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তবে তারা সকলেই পলাতক। খোঁজে নেমেছে পুলিশ। এই ঘটনার জেরে আতঙ্ক এলাকায়। যাঁর বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, ঘটনার পর থেকে বুবাই মল্লিক নামে ওই তৃণমূল নেতা পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে খড়দহ থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে সুখচর রাজা রোডের একটি ক্লাবের কালীঠাকুর বিসর্জন দিয়ে ফিরছিলেন কয়েকজন যুবক। অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতা বুবাই মল্লিক ও তাঁর দলবদল সেই রাস্তায় বাইকের উপর বসেছিল। ওই যুবকদের সঙ্গে বুবাইয়ের দলবলের কোনও কারণে বচসা হয়। তা নিমেষেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতির আকার নেয়। অভিযোগ, বুবাইয়ের হাতে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। তা দিয়েই এলোপাথাড়ি মারতে থাকে তার দলের লোকজন। কারও কপালে আঘাত লাগে, কারও মাথা ফাটে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাতেই আক্রান্তদের নিয়ে যাওয়া হয় খড়দহের বলরাম হাসপাতালে। সেখানে তাঁরা চিকিৎসাধীন।

দুই নিরীহ গ্রামবাসীকে কুপিয়ে 'খুন' মাওবাদীদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাও-দমন অভিযানের মাঝেই ফের রক্তাক্ত ছত্তিশগড়। দুই নিরীহ গ্রামবাসীকে কুপিয়ে খুন করল মাওবাদীরা। শুক্রবার গভীর রাতে নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে মাওবাদমুক্ত ভারত গড়ার বার্তা দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এরপর থেকেই ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ডের মতো মাওবাদী অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে মাওবিরোধী অভিযান ব্যাপক গতি পেয়েছে। গোয়েন্দাদের মতে, বর্তমানে ছত্তিশগড়

এরপর ৪ পাতায়

রাত হোক বা দিন, রহস্যজনকভাবে একের পর এক বাড়িতে পড়ছে ঢিল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাত হোক বা দিন, রহস্যজনকভাবে একের পর এক ঘরে পড়ছে ঢিল। রাত পাহারা দিয়েও ঠেকানো যাচ্ছে না উপদ্রব।রীতিমত আতঙ্কে দিন কাটছে বাঁকুড়ার মেট্যালা গ্রামের বাসিন্দাদের রাত হোক বা দিন, ঘর ফাঁকা থাকলেই ঘরের চালায় এসে পড়ছে দমাদম ঢিল। ঢিলের আঘাতে ভেঙেছে একাধিক বাড়ির এজবেস্টাসের চালা।স্থানীয়দের দাবি, এই ঢিল ছোঁড়ার সঙ্গে কোনো অলৌকিক ঘটনা নয়, বরং দুস্কৃতিদের কারসাজি। অবিলম্বে এই দুস্কৃতিদের চিহ্নিত করে তাদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন গ্রামবাসীরা। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আস্বাস দিয়েছে ছাতনা থানার পুলিশ। ওই গ্রামে সাদা পোশাকে পুলিশকর্মীরা নজরদারি শুরু করেছে। পুলিশের বিশ্বাস খুব তাড়াতাড়ি এই ঘটনায় যে বা যারা যুক্ত তারা ধরা পড়বে। গ্রামের মানুষকে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ।রাত পাহারা দিয়েও ঠেকানো যাচ্ছে না উপদ্রব। ফলে আতঙ্কের প্রহরে কাটছে বাঁকুড়ার ছাতনা থানার মেট্যালা গ্রামের বাসিন্দাদের। গ্রামের তরফে ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানানো হয়েছে পুলিশকে। ঘটনার সূত্রপাত দিন সাতেক আগে। আচমকাই রাতে গ্রামের একটি বাড়িতে ঢিল পড়তে শুরু করে রাত হোক বা দিন। প্রথমে বিষয়টিকে সেভাবে আমল দেননি। কিছুক্ষণ পরপর বেশ কয়েকটি ঢিল পড়ার পর ওই পরিবারের ধারণা হয় ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে কেউ বা কারা এই ঢিল ছুঁড়েছে। তবে ভুল ভাঙে পরের দিন। গ্রামেরই অপর একটি বাড়িতে একইভাবে ঢিল পড়ায় রীতিমত আতঙ্ক ছড়ায়। এরপর থেকে বেশিরভাগ রাতে সবার অলক্ষ্যে কেউ বা কারা গ্রামের একেকটি বাড়িতে ঢিল ছুঁড়ে গা ঢাকা দিতে শুরু করে। দিনে বাড়ি ফাঁকা থাকলে সেই বাড়িতেও ঢিল পড়ার ঘটনা ঘটে। দুস্কৃতিদের ধরতে অগত্যা গ্রামের যুবকেরা রাতে গ্রাম পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু ভোরের দিকে যুবকেরা পাহারা শেষ করলেই গ্রামের কোনো না কোনো বাড়িতে ঢিল ছুঁড়তে শুরু করছে দুস্কৃতিরা।

হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি বেশ কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনায় ফের রাজ্যের সরকারি হাসপাতালের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। তা নিয়ে শনিবার নবান্নে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে পর্যালোচনা বৈঠক হয়ে গেল। তাতে ভারচুয়ালি যোগ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমস্ত সরকারি হাসপাতালের সুপার, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও সমস্ত জেলাশাসক, পুলিশ সুপারের ভারচুয়াল হাজিরায় একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর।ফের হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে বেশ কয়েকটি বিষয় জোর দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ, এবার থেকে হাসপাতালে কর্মী নিয়োগের আগে তাঁর অতীত 'ট্র্যাক রেকর্ড' খতিয়ে দেখতে হবে। কর্মীদের নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম বা পোশাক, ডিউটি রস্টারে নজর রাখতে হবে। কে, কখন হাসপাতালে আসছেন, যাচ্ছেন, তা ডিউটি রস্টার দেখেই স্পষ্ট হবে। ফলে কোনও অপরাধ সংঘটিত হলে, তদন্তে সুবিধা হবে। এছাড়া কর্মী নিয়োগের পর তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়ায় জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত আলো, সিসিটিভি রাখতে হবে। কোনও সিসিটিভি খারাপ হলে তা তৎক্ষণাৎ বদলে দিতে হবে বলে পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ মতো জোর দেওয়া হয়েছে

এরপর ৫ পাতায়

(১ম পাতার পর)

কুণালের দাবি ফুৎকারে উড়িয়ে জানালেন কালী মূর্তি ভাঙার ঘটনায় ধৃত নারায়ণের বাবা

দিয়েছেন তৃণমূলের নারায়ণ।

শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ জোর গলায় দাবি করেছেন, 'এই নারায়ণ হালদার ওখানে বিজেপির যুব মোর্চার সঙ্গে যুক্ত। সেটা বারবার সমস্ত জায়গা থেকে এসেছে।' কুণাল ঘোষের কথায়, পুলিশের হাতে ধৃত নারায়ণ হালদার বিজেপি করে। এদিকে সেই দাবি উল্টে দিয়ে পাল্টা ধৃতের বাবা বলছেন, 'বাবার সময় থেকে আমরা সবাই তৃণমূল করি।'

এবিপি আনন্দকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নারায়ণ হালদারের বাবা ভূপতি হালদারের দাবি, ' মূর্তি কারা ভেঙেছে, বলতে পারব না। সেই ঠাকুর উপলক্ষ করে পাঁচ-সাত জন ছেলে এক জায়গায় বসে সেখানে অনুষ্ঠান চলছে সেখানে গল্প-গুজব করুক বা নেশা বা যাই করুক বুঝতে পারছি না। তাকে চিহ্নিতভাবে একজনকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

ভূপতিবাবু বলেন, 'আমার ছেলে ভালো ছেলে, ফার্নিচারের কাজ করে। আমি নিজে ঠাকুর ভক্ত। হরিভক্ত। আমি অনেক জায়গায় ঠাকুর দিয়েছি। দান করি। কম করে। আমি গরিব মানুষ।' তিনি বলেন, 'আমি জানতে চাইছি, কেন শুধুমাত্র আমার ছেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল আর বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হল।'

এরপরই স্পষ্ট কথায় তিনি বলেন, 'আমার বাবা আজ থেকে ১৫-২০ বছর আগে তৃণমূলের সদস্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার ছেলে আমরা সবাই টিএমসি করি, আমার ছেলেও তৃণমূল করে। ও বোকা-টোকা ছেলে। কোনও বিজেপির ধারের কাছে যায় না। কোনও বিজেপির ছেলের সাথে মেশে না। ও কীভাবে বিজেপি করবে।' কুণাল ঘোষের দাবি ফুৎকারে উড়িয়ে বলেন ভূপতিবাবু। এখানেই উঠছে প্রশ্ন।

ফের ভাসবে বাংলা!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দুর্গাপূজা, কালীপূজা শেষ। উৎসবের মরশুম প্রায় শেষের পথে। কিন্তু বৃষ্টির মরশুম শেষ হল না এখনও। আবারও বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত হল গভীর নিম্নচাপ। আর সেই নিম্নচাপ থেকেই জন্ম হবে ঘূর্ণিঝড় মন্থার। আর তার জেরে ফের একবার বৃষ্টিতে ভাসবে বাংলা! আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, সোমবার তৈরি হবে ওই ঘূর্ণিঝড়।মঙ্গলবারদক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে উপকূলের ও উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম এই ছয় জেলায়। বৃহস্পতিবারও পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি রয়েছে। আজ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ২৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ

তাপমাত্রা ছিল ৩৩.২ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫১ থেকে ৯২ শতাংশ।আর সেটা অন্ধ্র উপকূলের দিকে এগিয়ে যাবে। শনিবার সুস্পষ্ট নিম্নচাপ রাতের মধ্যেই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং রবিবার গভীর নিম্নচাপ পরিণত হবে অতি গভীর নিম্নচাপে। এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে জগদ্ধাত্রী পুজোয়।সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু লাগোয়া সাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্কেত দেওয়া হয়েছে। তার জেরেই রাজ্যে হবে বৃষ্টি। শনিবার থেকেই হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে উপকূলে।

আগামী সপ্তাহে মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার রাজ্যের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।কলকাতা ও হুগলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ঘূর্ণিঝড় কোথায় আছড়ে পড়বে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে উপকূলে দমকা বাতাস বইতে পারে। মঙ্গলবার থেকে মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। সোমবারের মধ্যে উপকূলে ফিরে আসতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শনিবার সুস্পষ্ট নিম্নচাপ রাতের মধ্যেই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং রবিবার গভীর নিম্নচাপ পরিণত হবে অতি গভীর নিম্নচাপে।

আজ, শনিবার থেকে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জেলায় হালকা বৃষ্টি হবে। তবে দক্ষিণবঙ্গে এদিন সারাদিনই শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কোন জেলায় কবে বৃষ্টি:রবিবার হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে শুধুমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কিছু অংশে। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

সোমবার রাতে ও মঙ্গলবার সকালে অর্থাৎ ছট পুজোর দিন বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে থাকবে মেঘলা আকাশ। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছেএ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই। থাকবে বজ্রপাতের আশঙ্কাও।

সম্পাদকীয়

দ্রুত কাজে ফিরতে হবে শোকজ হওয়া বিএলও-দের, নির্দেশ কমিশনের, সঙ্গে নিরাপত্তার আশ্বাসও

বাংলা-সহ নির্বাচন-মুখী পাঁচ রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের কাজে আরও গতি আনল নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ দ্রুত বাস্তবায়িত করার কাজ শুরু করে দিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দপ্তরও। শুক্রবার থেকে ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকছে সিইও দপ্তর।দিল্লির অশোক রোডের নির্বাচন সদন সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহের শুরুতে, ১ নভেম্বর থেকে বাংলা-সহ নির্বাচন আসন্ন অসম, তামিলনাড়ু, কেরল, পুদুচেরি ও আরও গোটা দশেক রাজ্যে এসআইআর চালু হওয়া সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে যাওয়ার পরই ডাকা হবে সর্বদলীয় বৈঠক। যা রাজ্যস্তরের পাশাপাশি হবে জেলাস্তরেও। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরা যেমন বৈঠক করবেন রাজ্যস্তরের রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে, তেমনই জেলাস্তরেও জেলাশাসকদের করতে হবে এই ধরনের বৈঠক। দুই স্তরের বৈঠকের যাবতীয় রিপোর্ট পাঠাতে হবে দিল্লিতে। প্রতিনিয়ত যা খতিয়ে দেখা হবে। এর জন্য তৈরি রাখা হচ্ছে নতুন টিমও।ইতিমধ্যেই শো কোজ করা এক হাজারের বেশি বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)-দের অবিলম্বে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, কমিশনের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে তাঁরা বাধ্য। প্রত্যেক সরকারি কর্মীকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, কমিশনের কাজে যুক্ত থাকা বাধ্যতামূলক। কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে গাফিলতি হলে যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, তার উল্লেখও করা হয়েছে। এসআইআর-এর কাজ সময়ের মধ্যে শেষ করতে কোনও রকমের যুক্তি, অজুহাত, ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না, স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। এসআইআর পদ্ধতির ট্রেনিংয়ের জন্য বিএলও-দের সাতদিন সময় দেওয়া হবে। প্রত্যেক জেলার নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের। ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন যুগ্ম নির্বাচনী আধিকারিক পর্যায়ের আধিকারিকরা। এই মর্মে জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে খবর কমিশন সূত্রে।

এসআইআর-এর কাজে যুক্ত কর্মী, আধিকারিকদের শুধু কড়া বার্তাই নয়, বিভিন্ন আশ্বাসবাণীও দিয়েছে কমিশন। বলা হয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়ায় কর্মরত কাউকে অন্য কাজ করতে হবে না। তাঁদের বদলি করা যাবে না। জানা গিয়েছে, বেশ কিছু রাজ্যের বিএলও-দের তরফে কমিশনে বেশ কিছু অভাব-অভিযোগ করা হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল, তাঁদের উপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা হয়। নিজেদের পেশার কাজের পাশাপাশি নির্বাচনের কাজ করতে গিয়ে তাঁদের নানা সমস্যায় পড়তে হয়। সেই সমস্যাগুলি দূর করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর।

আগামী শনিবার, ১ নভেম্বর থেকে বাংলায় শুরু হতে চলেছে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া (এসআইআর)। এমনটাই খবর নির্বাচন কমিশন সূত্রে। ২০২৬ সালে বাংলা-সহ নির্বাচন আসন্ন পাঁচ রাজ্যের পাশাপাশি আরও গোটা দশেক রাজ্যে চালু হতে পারে এসআইআর। আগামী সপ্তাহের শুরুতেই যার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হতে পারে। কমিশন সূত্রের খবর, সম্প্রতি হয়ে যাওয়া ফুল বেঞ্চের বৈঠকের পর এসআইআর সংক্রান্ত বেশ কিছু নির্দেশিকা তারা পাঠিয়ে দিয়েছে সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের। এর পর থেকে তৎপরতা বেড়েছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পনেরোতম পর্ব)

দরকার ছিল। আর সেই কাজটিই করেছিলেন যোম রাজ। কিন্তু এর প্রভাবে মানুষের মনে মৃত্যু ভয় এমন ঢুকে গিয়েছিল যে তাদের সব সময়ই মনে হত তারা মরে যাবেন। এমনকি এই ভয়ের কারণে শরীরও ভাঙতে শুরু করেছিল। সে সময়ই ভগবান শিব মানবজাতির হাতে তুলেছি এক ব্রহ্মাস্ত্র, যে অস্ত্রের বলে ভয়ের উপর জিত সম্ভব ছিল। সেই ব্রহ্মাস্ত্র কি ছিল জানেন? মাহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। মৃত্যুকে জয় করেছেন যিনি তিনি মৃত্যুঞ্জয়,তাই এই মন্তের নাম হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

দুই নিরীহ গ্রামবাসীকে কুপিয়ে 'খুন' মাওবাদীদের

তেলেঙ্গানা সীমানাবর্তী কারেগুট্টা পাহাড়ি এলাকা মাওবাদীদের অন্যতম শক্তঘাঁটি। এই এলাকা থেকে মাওবাদের শিকড় উপড়ে ফেলতে প্রায় ৩ হাজার আধাসেনাকে নামানো হয়েছে। ২১ এপ্রিল থেকে ওই অঞ্চলে শুরু হয়েছে অভিযান। পাশাপাশি দেশের বাকি অংশেও লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী। অনুমান করা হচ্ছে, নিরাপত্তাবাহিনীর লাগাতার হামলার মুখে পড়ে পালটা গ্রামবাসীদের নিশানা করছে মাওবাদীরা।পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন রাতে বিজাপুরের নেলা কাঁকের গ্রামে ধারাল অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় একদল মাওবাদী।অভিযোগ, গ্রামের দুই বাসিন্দাকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করে তারা। মৃতেরা হলেন রবি কাট্টম (২৫) এবং তিরুপতি সোধি (৩৮)। কিন্তু কী কারণে তাঁদের খুন করা হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, পুলিশের চর সন্দেহে তাঁদের খুন করে মাওবাদীরা। জানা গিয়েছে, মাওবাদীরা সাধারণ পোশাকে এসেছিল। ফলে তাদের চিনতে পারেননি গ্রামবাসীরা। হামলার পর তারা জঙ্গলের দিকে চলে যায় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। তাদের খোঁজে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তল্লাশি। বিজাপুর থানার সুপার জিতেন্দ্র যাদব বলেন, "গ্রামের দুই বাসিন্দাকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে। আমরা গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বেলুচিস্তানের মেহি-ঢিপিতে আবিষ্কৃত মূর্তিকা-প্রসঙ্গেও তাঁর মন্তব্য প্রায় একই।

ঝোব্ উপত্যকার মূর্তিকাগুলির রূপ কিন্তু ভীষণা, কখনও বা করোটির মত।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হাসি মিলিয়ে গেল চোখের জলে

ঝুমা সরকার

শেষ হয়ে গেল হাস্যকৌতুকের আরও একটি অধ্যায়। ৮৪ বছর বয়সে কিংবদন্তি অভিনেতা, কৌতুক শিল্পী ও চলচ্চিত্র পরিচালক গোবর্ধন আসরানি, যিনি সারাজীবন ধরে সবাইকে হাসিয়েছেন, তিনি তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ দর্শককে কাঁদিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। তিনি নিজেও হয়তো বুঝতে পারেননি তাঁর চিরবিদায় ঘটে যাবে। তাইতো মৃত্যুর মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেও ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দীপাবলীর শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন তাঁর ভক্তদের উদ্দেশ্যে 'শুভ দীপাবলি' লিখে। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দীপাবলির রাতে তাঁর মৃত্যুর খবর অজস্র ভক্ত এবং চলচ্চিত্র জগতকে হতবাক করে দেয়।

২০ অক্টোবর ২০২৫ সোমবার সন্ধ্যায় প্রয়াত হন কৌতুক অভিনেতা গোবর্ধন আসরানি। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর শারীরিক অসুস্থতা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে প্রায় পাঁচ দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর মুম্বাইয়ের জুহুতে 'আরোগ্য নিধি' হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। ফুসফুসে তরল জমা হয়েছিল আর তাতেই শারীরিক অবস্থার এতটাই অবনতি ঘটে যে কালের করাল গ্রাস থেকে তাঁকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলো না। সোমবার সন্ধ্যায় শান্তাক্রুজ শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় শুধুমাত্র ঘনিষ্ঠ ও পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে আসরানি তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই স্ত্রীর কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর পৃথিবী থেকে যাওয়ার ঘটনাটা নীরবে এবং মর্যাদাপূর্ণভাবে যেন ঘটে। কোন জনসাধারণের হট্টগোল বা মিডিয়ার মনোযোগ যেন না-থাকে। স্বামীর শেষ ইচ্ছেকে মর্যাদা দিয়ে শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবার পরেই তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আনা হয়।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে হিন্দি সিনেমার আইকনিক রোল " আংরেজো কে জমানে কা জেলার" সকলের প্রিয় কৌতুক অভিনেতা আসরানি যাঁর বিখ্যাত সংলাপ, "আধে ইধার যাও আধে উদার যাও বাকি মেরে পিছে আও" বলে তিনি গট গট করে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আর কখনোই ফিরবেন না।

আসরানি ৩৫০টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন। মুখ্য, পার্শ্ব ও কৌতুক যে কোন চরিত্রেই তাঁর অভিনয় প্রতিভা এক বিশেষ মাত্রার ছাপ রেখে গেছে। পুনের ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করে ১৯৬০এর মাঝামাঝি সময়ে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। প্রথম দিকে তিনি সব রকম চরিত্রেই অভিনয় করেছেন। বলিউডের কমেডি সিনেমায় আসরানির অবদান ভোলবার নয়। বুদ্ধিদীপ্ত কথা, অনবদ্য সংলাপ বলার ভঙ্গিমায় তিনি মানুষকে হাসাতে পারতেন অবলীলায়।

এরপর ৬ পাতায়

(৩ পাতার পর)

হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে মমতা

হাসপাতাল কর্মীদের প্রশিক্ষণ, নির্দিষ্ট পোশাক, ডিউটি রস্টারের দিকে। এছাড়া কর্মী নিয়োগের আগে তাঁদের অতীত কাজের রেকর্ড খুঁটিয়ে দেখার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এসএসকেএম এবং উলুবেড়িয়ার হাসপাতালে নাবালিকাকে ধর্ষণ থেকে নার্সকে হুমকি-মারধরের মতো একাধিক অভিযোগে নতুন করে সরগরম হয়ে উঠেছে রাজ্য। দিন কয়েক আগে দুর্গাপুরের বেসরকারি হাসপাতালের ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের গুঞ্জন ঘিরেও বেশ শোরগোল পড়েছিল। পরে অবশ্য জানা যায়, তা গণধর্ষণ নয়, ধর্ষণের ঘটনা। এসবের পর ফের রাজ্যের হাসপাতালগুলির নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। সেসব নিয়েই নবান্নে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে শনিবার বৈঠক হয়ে গেল। নবান্ন সূত্রে খবর, সেই বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ভারচুয়ালি যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে
চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর
Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

(৫ পাতার পর)

হাসি মিলিয়ে গেল চোখের জলে

কেরিয়ারের সুবর্ণ সময় কাটিয়েছেন ১৯৭০ সাল নাগাদ। সেই সময়ে, মেরে আপনে, কোশিশ, পরিচয়ের মতো একাধিক সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করে তিনি দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন পাকাপাকি ভাবে।

তাঁর অভিনয় জীবন যত অগ্রসর হয়েছে ততই কৌতুকের প্রতি তাঁর আগ্রহ আকর্ষণ ধরা পড়েছে। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ এই সময়কালে নির্মীয়মান চলচ্চিত্রে তাঁর হাস্যরসের প্রতিভায় তিনি সর্বত্রই পরিচিত হয়ে ওঠেন। নায়ক না হলেও তাঁর জনপ্রিয়তার এতটুকু খামতি ছিল না। তাঁর অভিনীত স্মরণীয় চরিত্র গুলোর মধ্যে রমেশ সিপ্পির "শোলে" ছবিতে জেলারের ভূমিকা ও তাঁর সংলাপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যা আজও দর্শকের কাছে সমানভাবে আকর্ষণীয়। পরবর্তীকালে ১৯৭৪ সালে মনমোহন দেশাই পরিচালিত 'রোটি', ১৯৭৫ সালে হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়-এর 'চুপকে চুপকে', ১৯৭৮সালে বাসু চ্যাটার্জি-র 'দিল্লাগি', ১৯৭৩ সালে শক্তি সামন্ত -র পরিচালনায় 'মেহেবুবা', হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের 'অভিমান' ও শক্তি সামন্ত প্রযোজিত তরুন মজুমদার পরিচালিত 'বালিকা বধূর' জন্য সেরা কৌতুক শিল্পী হিসেবে" ফিল্ম ফেয়ার" পুরস্কার পেয়েছিলেন। এছাড়াও আজ কি তাজা খবর, নমক হারাম, পতি পত্নী ওর ও, ছোঁটি সি বাত, রফু চক্কর, খুন আপনা আপনা, বাওয়ার্চি, সরগম, চলা মুরারি হিরো বন্নে- এর মতো অসংখ্য জনপ্রিয় সুপারহিট হিন্দি ও গুজরাটি ছবিতেও নায়কের পাশাপাশি তাঁর অভিনীত চরিত্র সমান ভাবে আজও আকর্ষণীয়। দক্ষিণী পরিচালক প্রিয়দর্শনের একাধিক ব্লকবাস্টার ছবিতে নজর কাড়া অভিনয় করেছেন, যার মধ্যে ২০০৭ সালে 'ভুলভুলাইয়া', ২০০৯ সালে 'দে দনা দন', ২০১০ সালে 'খাট্টা মিঠা' করে দর্শকদের মনের মনিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছেন।

১৯৪১ সালের ১লা জানুয়ারি ভারতবর্ষের রাজস্থানের জয়পুরে একটি মধ্যবিত্ত সিন্ধি পরিবারে গোবর্ধন আসরানির জন্ম হয়। তাঁরা চার বোন ও তিন ভাই ছিলেন, ভাইদের মধ্যে তিনি তৃতীয়। তাঁর বাবার একটি কার্পেটের দোকান ছিল। তিনি ছোটবেলা থেকেই গণিতে দুর্বল বলে ব্যবসায় আগ্রহী ছিলেন না। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশনের পর রাজস্থান কলেজ জয়পুর থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেন। নিজের পড়াশোনার খরচ চালাতে অল ইন্ডিয়া রেডিও জয়পুরে ভয়েস আর্টিস্ট হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। কলেজ জীবন থেকেই অভিনয়ের নেশা চেপে বসেছিল। সেই সময়কার প্রখ্যাত থিয়েটার ব্যক্তিত্ব সাহিত্য কালভাই ঠক্করের কাছেই অভিনয় শেখেন ১৯৬০ থেকে ৬২ পর্যন্ত। এর পরেই পুনের ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। ১৯৬৭ সালে 'হরে কাঁচ কি চুড়িয়া' এই ছবি দিয়েই তাঁর অভিনয় জীবনে পা রাখা, যা পরবর্তীকালে এক বিরাট মহিরুহ হয়ে দেখা দিয়েছিল। এরপর ১৯৬৯ সালে হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়-এর ' সত্যকাম' ছবিতে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পান। তবে অভিনেতা হিসেবে পরিচিতি আসে ১৯৭১সালে ' মেরে আপনে ' ছবিতে। এই ছবিতে পরিচালনায় হাতেখড়ি হয়েছিল কবি ও গীতিকার গুলজার-এর। হিন্দি সিনেমা ছাড়াও ' চৈতালি' ও ' পরিবর্তন' এই দুটি বাংলা ছবিতেও তিনি তাঁর অভিনয় দক্ষতার ছাপ রেখেছিলেন।

১৯৭৩ সালে "আনহোনি" চলচ্চিত্রের জন্য শ্রেষ্ঠ কৌতুক অভিনেতা হিসেবে "শ্যামা সুশমা" পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়াও ১৯৮৬ সালে "সাত কয়েদি "গুজরাটি চলচ্চিত্রের জন্য গুজরাট সরকারের থেকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠ পরিচালকের শিরোপা অর্জন করেন।

তাঁর সমসাময়িক অভিনেতাদের মধ্যে রাজেশ খান্নার সাথে ২৫টিরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। তবে কমেডিয়ান রোলে অভিনেতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি হলেও সিরিয়াস ভূমিকায় অভিনয়ও দর্শকরা আজীবন মনে রাখবেন। অভিমান, মেরে আপনে, কোশিশ এইসব ছবিতে দুর্দান্ত অভিনয় করে তিনি বুঝিয়েছিলেন নিছক কমেডিয়ানের গণ্ডিতে তাঁকে বাধা যাবে না। তিনি যথার্থ অর্থেই একজন দক্ষ অভিনেতা। পরপর সিনেমায় সাফল্য আসায় তাঁর প্রথম প্রেম থিয়েটারের দিকে তিনি আর নজর দিতে পারেননি। তাঁর অভিনীত ফরাসি নাট্যকার মলিয়ার 'দ্য মাইজার'-এর অনুবাদ 'মকখিচুস' আজও ভারতীয় থিয়েটারের অন্যতম মাইলস্টোন হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি নিজের থিয়েটার প্রেম সম্পর্কে বলেছিলেন, ' সময়ের অভাবে তিনি থিয়েটার নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে পারেননি ঠিকই। তবে তিনি আল পাচিনো, টম ক্রুজ, টিম বার্টনদের থিয়েটার ও শো দেখতেন। তাঁর কথায় নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করতে ফিল্ম অভিনেতাদের অবশ্যই থিয়েটারে ফেরত যাওয়া উচিত। লাইভ অডিয়েন্সের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের প্রতিক্রিয়া আপনাকে অভিনেতা হিসাবে নতুন করে নিজেকে চিনতে শেখাবেই'।

কমেডিয়ান হলেও তিনি স্বভাবে ছিলেন ডাকাবুকো ও ঠোঁট কাটা মানুষ। পুনে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে কাজ শিখেও মুম্বাইতে কাজ না পেয়ে সেই সময়কার তৎকালীন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সামনে পেয়ে আসরানি সরাসরি প্রশ্ন করে বসেন, ' পুনে থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে আসার পরেও কেন আমি বম্বেতে কাজ পাবো না'? তাঁর অভিযোগ কে গুরুত্ব দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

আসরানির স্ত্রী মঞ্জু আসরানি তিনি নিজেও একজন অভিনেত্রী ছিলেন। অভিনয় করেছিলেন কবিলা, তপস্যা, চাঁদি , প্রভৃতি ছবিতে। ১৯৭৩ সালে রাজেশ খান্না ও রেখা অভিনীত 'নমক হারাম' ছবির শুটিং ফ্লোরেই মঞ্জুর সাথে আলাপ হয় আসরানির।

তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কদর করতেন বলিউডের পরিচালক প্রযোজকরাও। মূল চরিত্রে অভিনয় প্রশংসা কুড়ানোর পাশাপাশি পার্শ্ব চরিত্রেও বাজিমাত করেছিলেন আসরানি। তাঁর কমিক টাইমিং অভিনয় শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যাকরণসম। কৌতুক অভিনেতা হিসাবে একাধিক সিনেমার মেরুদণ্ড হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

আসরানির মৃত্যুর খবরে তাঁর ভক্তরা গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর চলে যাওয়া হিন্দি সিনেমা এবং অসংখ্য মানুষের হৃদয়ের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি যে হাস্যরস বিলিয়ে গেছেন ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মজীবনের পথ ধরেই তিনি আজীবন তাঁর অগণিত ভক্তের হৃদয়ে থেকে যাবেন।

সিনেমার খবর

'অশ্লীল' তকমা দিয়ে নিষিদ্ধ করা হয় মাধুরীর গান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সিনেমায় হিন্দি সিনেমার নায়িকা মাধুরী দীক্ষিতের 'খলনায়ক' সিনেমার একটি গান দারুণ জনপ্রিয় হলেও ভারতের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ও রেডিওতে নিষিদ্ধ করা হয়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ডিএনএ লিখেছে, ১৯৯৩ সালে মুক্তি পাওয়া পায় ওই সিনেমাটি। মাত্র ৪ কোটি রুপিতে নির্মিত 'খলনায়ক' ২১ কোটি রুপি আয় করলেও এই সিনেমার একটি গানের কথা মাধুরীর নাচে ঝড় তোলা 'চোলি কে পিছে কেয়া হ্যায়' গান নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক ও সমালোচনা।

অলকা ইয়াগনিক ও ইলা অরুণের গাওয়া এই গানটিকে অনেকেই নারীর প্রতি 'আপত্তিকর' ও 'অশোভন' বলে অভিযোগ তোলেন সে সময়ে। সুভাষ ঘাই পরিচালিত 'খলনায়ক' সিনেমায় সঞ্জয় দত্ত, মাধুরী দীক্ষিত ও জ্যাকি শ্রফ অভিনয় করেছিলেন।

'চোলি কে পিছে কেয়া হ্যায়' গানটি কেবল সমালোচনায়-বিতর্কে আটকে থাকেনি। গড়ায় আদালত পর্যন্ত। সেন্সর বোর্ডের কাছে অভিযোগকারীরা দাবি করেন যে ওই গানটি সিনেমা থেকে কাঁটছাট করতে হবে। আর বিক্রি হওয়া গানের ক্যাসেটগুলো বাজার থেকে প্রত্যাহার করতে হবে।

আদালত শেষ পর্যন্ত রায় দেয় যে যে গানের কথায় কোনো আপত্তিকর বিষয় নেই। তবে তাতেও বিতর্ক থামেনি শিবসেনার প্রধান বাল ঠাকরে প্রকাশ্যে গানের পক্ষে অবস্থান নিয়ে বলেন, 'এতে আপত্তিকর কিছু নেই, প্রতিবাদ, বিতর্ক বন্ধ করা হোক।'

তবে দূরদর্শন ও অল ইন্ডিয়া রেডিও নিজেদের সিদ্ধান্তে গানটি সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা দেয়। ফলে গানটি সে সময় টিভি বা রেডিওতে শোনা যেত না।

২০২৪ সালে কারিনা কাপুর, টাবু ও কৃতি শ্যানন অভিনীত 'ক্রু' ছবিতে 'চোলি কে পিছে ২.০' নতুন রূপে ফিরে আসে। এই সংস্করণ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে ব্যবহার করা হলেও দর্শকের ব্যাপক ভালোবাসা পায়।

মারা গেছেন ভারতীয় কিংবদন্তী অভিনেত্রী-নৃত্যশিল্পী মধুমতী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক যুগের অবসান। নাচের মুদ্রায় দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখা প্রবীণ অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী মধুমতী ৮৭ বছর বয়সে মারা গেছেন। চলচ্চিত্র জগতে তার অবদান ছিল অসামান্য। তার সময়ের কিংবদন্তী নৃত্যশিল্পী হেলেনের মতো তারকাদের সঙ্গে প্রায়শই তাকে তুলনা করা হতো।

মধুমতী তার অসাধারণ শিল্পকর্মের জন্য পরিচিত ছিলেন। আঁখে, টাওয়ার হাউস, শিকারী, এবং মুঝে জিনে দো'র মতো একাধিক জনপ্রিয় ছবিতে তার অভিনয় ও নৃত্যশৈলী দর্শকদের হৃদয়ে দাগ কেটে গেছে।

তার মৃত্যুতে চলচ্চিত্র মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। অভিনেতা বিন্দু দারা সিং সমাজমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ শোকবার্তায় লিখেছেন, আমাদের শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক মধুমতী জি, শান্তিতে থাকুন। আপনি সুন্দর জীবন যাপন করেছেন এবং আমরা অনেকেই আপনার কাছ থেকে নৃত্য শিখেছি। এই কিংবদন্তীর প্রতি আমাদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ রইল।

১৯৩৮ সালে মহারাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন মধুমতী। ছোটবেলা থেকেই নাচের প্রতি ছিল তার গভীর ভালোবাসা। ভরতনাট্যম, কত্থক, মণিপুরী, এবং কথাকলির মতো ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্যের বিভিন্ন ধারায় তিনি প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৫৭ সালে মুক্তি না-পাওয়া একটি মারাঠি চলচ্চিত্রে নৃত্যশিল্পী হিসেবে তার ক্যারিয়ার শুরু। পরে তিনি চলচ্চিত্রের নাচেও পারফর্ম করে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ১৯ বছর বয়সে তিনি প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী দীপক মনোহরকে বিয়ে করেন। দীপক মনোহর তার চেয়ে বয়সে অনেকটাই বড় ছিলেন এবং তার প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর চার সন্তানের পিতা ছিলেন। যদিও তার মা এই বিবাহে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, মধুমতী মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েই দীপক মনোহরকে জীবনসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেন।

এই মহান শিল্পীর শেষকৃত্য এবং তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ এখনও জানা যায়নি।

'অপমান থেকে বাঁচতেই হিন্দি শিখেছিলাম'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের কিংবদন্তি সংগীত পরিচালক ও অস্কারজয়ী সুরকার এ আর রহমান জানিয়েছেন, নিজের ক্যারিয়ারের এক পর্যায়ে 'অপমান' এড়াতেই তিনি হিন্দি ভাষা শেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

তামিলনাড়ুতে বেড়ে ওঠা এই সংগীতজ্ঞের সুর ও কণ্ঠ মুগ্ধ করেছে বিশ্বের লাখো শ্রোতাকে। 'স্লামডগ মিলিয়নেয়ার', 'রোজা', 'রঙ্গিলা', 'তাল'— তাঁর সুরারোপিত বহু চলচ্চিত্র আজও সংগীতপ্রেমীদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে।

সম্প্রতি ভারতীয় গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রহমান বলেন, "প্রতিটি ভাষার প্রতিই আমার আলাদা ভালোবাসা ছিল। কিন্তু যখন আমার ছবি 'দিল সে' ও 'রোজা' সাফল্য পায়, তখন অনেকেই তামিল গানের হিন্দি অনুবাদ নিয়ে ব্যঙ্গ করা শুরু করে। আমার কাছে সেটি ছিল অত্যন্ত অপমানজনক।"

তিনি আরও যোগ করেন, "অনেকেই তখন মন্তব্য করতেন, হিন্দি গানের কথা তামিলের তুলনায় দুর্বল। এমন কথাই আমাকে কষ্ট দিয়েছে। তখনই বুঝেছিলাম, হিন্দি সিনেমায় টিকে থাকতে হলে ভাষাটা জানতে হবে।"

সেই সময় তিনটি ভাষায় নির্মিত ছবিগুলো ব্যবসাসফল হচ্ছিল। বাণিজ্যিক দিক বিবেচনায় সবাই অর্থের দিকে নজর দিচ্ছিল, কিন্তু রহমান তখন নিজের শিল্পমান বজায় রাখতে সিদ্ধান্ত নেন ডাবিংয়ের পরিবর্তে সরাসরি হিন্দি ছবির জন্য কাজ করবেন।

"অপমান থেকে বাঁচতেই হিন্দি শেখা শুরু করি,"— বলেন রহমান।

সুরকার আরও জানান, ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে তিনি পবিত্র কোরআন অধ্যয়নকালে কিছুটা আরবি শেখেন। এরপর ধীরে ধীরে হিন্দি ও উর্দু শেখায় মনোযোগ দেন।

কিংবদন্তি পরিচালক সুভাষ ঘাই-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর রহমান বুঝতে পারেন, বলিউডে সফল হতে হলে ভাষাজ্ঞান অপরিহার্য। বর্তমানে হিন্দি ও উর্দুর পাশাপাশি পাঞ্জাবি ভাষার প্রতিও তাঁর বিশেষ টান রয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার মাঠে শেষ আন্তর্জাতিক ইনিংসে রোহিতের সেঞ্চুরি, কোহলির ফিফটি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারত আগেই সিরিজ হেরে যাওয়ায় শেষ ওয়ানডেতে সব নজর ছিলো বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে ঘিরে। ক্যারিয়ারের পড়ন্ত বেলায় থাকা এই দুই ব্যাটিং কিংবদন্তি অস্ট্রেলিয়ার মাঠে নেমেছিলেন শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে। বিদায় বেলাটা স্মরণীয় হলো দুজনের। রান তাড়ায় অনবদ্য সেঞ্চুরি করলেন সাবেক অধিনায়ক রোহিত, প্রথম দুই ওয়ানডেতে খালি হাতে ফেরা কোহলি করলেন ফিফটি।

সিডনি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে শনিবার তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডে রোহিত-কোহলির ঝলকে ভারত জিতেছে ৯ উইকেটে। দুজনের ১৬৮ রানের জুটিতে ২৩৭ রানের লক্ষ্য অনায়াসে পেরিয়ে গেছে তারা। ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে ৬৯ বল আগে। এই ম্যাচ জিতলেও স্বাগতিকদের কাছে তিন ম্যাচের সিরিজ ভারত হেরেছে ২-১ ব্যবধানে।

দলকে জিতিয়ে ১২৫ বলে ১২১ রানে অপরাজিত থাকেন রোহিত, ৮১ বলে অপরাজিত ৭৪ রান করেন কোহলি।

রোহিত-কোহলি দুজনেই টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন। ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত তারা ওয়ানডে খেলবেন কিনা তা নিয়ে রয়েছে বড় প্রশ্ন। এই সিরিজের আগেই ওয়ানডে নেতৃত্ব হারান রোহিত। কেউ কেউ বলছিলেন এটাই হয়ত রোহিতের শেষ সিরিজ। তবে এই ওপেনার রান করে বুঝিয়ে দিলেন এখনো কিছুটা দেয়ার আছে তার।

দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দল হারলেও রোহিত করেন ৭৩ রান, এবার শেষ ম্যাচে ৩৩তম ওয়ানডে সেঞ্চুরির দেখা পেলেন তিনি।

কোহলি প্রথম দুই ম্যাচে নেমেই আউট হয়ে গিয়েছিলেন, তৃতীয় ম্যাচে নেমে রানের খাতা খুলে দেখালেন থিতু হলেন টানতে পারেন ইনিংস, মরচে ধরেনি তার ব্যাটেও।

এদিনও টস হেরেছিলো ভারত। ওয়ানডেতে এই নিয়ে তারা টানা ১৮টি টস হারল। তবে টস জিতলেও এবার রান তাড়ায় না গিয়ে আগে ব্যাটিং বেছে নেয় অজিরা। ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মিচেল মার্শ ট্রেভিস হেডকে নিয়ে শুরুটা করেন দারুণ। তবে কেউই ইনিংস টানতে পারেননি। মার্শ ৪১ ও হেড থামেন ২৯ রান করে মাঝের ওভারে ম্যাট রেনশো করেন ৫৮ বলে ৫৬। হার্শিত রানার পেসে শেষ দিকে দ্রুত উইকেট হারাতে থাকে স্বাগতিক দল, আটকে যায় আড়াইশোর আগে। রানে ভরা উইকেটে ওই পুঁজি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে কোন সমস্যা হয়নি রোহিত-কোহলির।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এখন সর্বোচ্চ গোলদাতা রোনালদো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

৪০ বছর বয়সেও গোলমেশিন হিসেবেই দাপট দেখাচ্ছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। বয়স তার পায়ের গতি কিংবা গোলক্ষুধাকে থামাতে পারেনি। বরং আরও একবার ইতিহাস লিখলেন পর্তুগিজ এই মহাতারকা।

মঙ্গলবার হাঙ্গেরির বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে জোড়া গোল করে রোনালদো এখন বিশ্বকাপ বাছাই ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা। তার গোলসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪১টি, যা ছাপিয়ে গেছে গুয়াতেমালার কিংবদন্তি স্ট্রাইকার কার্লোস রুইজকে। তিনি করেছিলেন ৩৯ গোল (১৯৯৮–২০১৬)।

ম্যাচের ২২তম মিনিটে নেলসন সেমেদোর ক্রস থেকে সমতায় ফেরানো গোলটি করেন রোনালদো। বিরতির ঠিক আগে নুনো মেন্ডেসের পাস থেকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে পর্তুগালকে এগিয়ে দেন ২-১ ব্যবধানে।

তবে শেষ পর্যন্ত রবার্তো মার্টিনেসের দল হাঙ্গেরির বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র করে মাঠ ছাড়ে। জয় পেলে বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা পাকা হয়ে যেত পর্তুগালের। তবে এখন ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে তারা রয়েছে শক্ত অবস্থানে। নভেম্বর উইন্ডোতে পরবর্তী ম্যাচ খেললেই মূল পর্ব নিশ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা জাগছে।

আন্তর্জাতিক ফুটবলে রোনালদোর গোলসংখ্যা এখন ১৪৩টি, এই রেকর্ডটিও তার একার। সামনে তার আরেকটি লক্ষ্য। ষষ্ঠবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার অনন্য মাইলফলক ছোঁয়া।

নিজের নামে ফুটবল টুর্নামেন্ট আনছেন মেসি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রতিভাবার ফুটবলার খুঁজতে এবার নিজের নামে টুর্নামেন্টে আয়োজন করেছেন ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি।

তার প্রডাকশন কোম্পানি ৫২৫ রোজারিও পরিচালনা করবে 'মেসি কাপ'। এই টুর্নামেন্টের উদ্দেশ্য ফুটবলের ভবিষ্যৎ তারকা বের করা।

টুর্নামেন্টের বিষয়ে সামাজিক মাধ্যম ইনস্টাগ্রামে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি লিখেছেন, এটি শুধু টুর্নামেন্ট নয়, খেলা, সংস্কৃতি ও অন্যান্য আকর্ষণীয় কার্যক্রমের সঙ্গে আগামী প্রজন্মের ফুটবলের উদযাপন।

মেসি কাপে অংশ নেবে মোট ৮ দল।

দলগুলোর নামও চূড়ান্ত হয়েছে— বার্সেলোনা, রিভার প্লেট, ইন্টার মিয়ামি, চেলসি, ইন্টার, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ, নিউওয়েলস ওল্ড বয়েজ, ম্যানচেস্টার সিটি। অনূর্ধ্ব-১৬ দলের টুর্নামেন্টটি আগামী ৯ ডিসেম্বর শুরু হবে। শেষ হবে ১৪ ডিসেম্বর। ৬ দিনের টুর্নামেন্টটির সব ম্যাচ হবে মেসির বর্তমান ক্লাব ইন্টার মায়ামির ঘরের মাঠ চেস স্টেডিয়ামে।

দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে টুর্নামেন্টে খেলবে দলগুলো। খেলা হবে রাউন্ড-রবিন ফরম্যাটে। মোট ম্যাচ ১৮টি। সরাসরি স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকার বাইরে সারা বিশ্বের ফুটবলপ্রেমীরা ম্যাচগুলো কীভাবে তা এখনো জানায়নি টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষ।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR